৩রা ফেব্রুয়ারি ২০২২

বিষয়: **"আগামীকে বিবেচনায় রেখে বর্তমানের পরিকল্পনা করতে হবে"**। খসড়া যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা ২০২২ (Draft JRP-2022) নিয়ে SEG (Strategic Executive Group)-এর স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও প্রতিনিধিদের মতামত।

১. **তহবিল কমে যাওয়ার সাথে খাপ খাওয়াতে সমন্বয় প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং যৌক্তিক অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে।** প্রতি বছর আমরা এমনটি করার সুযোগ পাই। আমরা কক্সবাজারের ইস্যুতে একটি উন্মুক্ত মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ফোরামে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকি, যা পারস্পারিক যোগাযোগের জন্য একটি কার্যকর ফোরাম। তবে দুঃখজনক ব্যাপার হলো এ বছর এটি অনুষ্ঠিত হবে না। তবে এ বছর এটি একটু বিশেষ বিষয়, কারণ জেআরপি খসড়া তৈরির পাশাপাশি আইএসসিজি (ISCG)-এর সিনিয়র কোর্ডিনেটর স্ট্রিমলাইনিং কোর্ডিনেশনকে পর্যালোচনা করার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগ দিয়েছেন। ইতোমধ্যে খসড়া প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে এবং আমরা খসড়া প্রতিবেদনের উপর আমাদের মতামত প্রদান করেছি। আমরা আইএসসিজি-এর সিনিয়র কোর্ডিনেটরকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি উপলব্ধি করেছেন যে ক্রমহ্রাসমান তহবিলের সাথে মানিয়ে নেওয়া এবং বিদ্যমান সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করার জন্য সমন্বয় প্রক্রিয়াকে বেগবান করা প্রয়োজন। তিনি শরণার্থী শিবিরে যৌক্তিক সম্পৃক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করেছেন।

২. **আরআরআরসি এবং জেলা প্রশাসককে আইএসসিজি এর নেতৃত্বে নিয়ে আসতে হবে।** অতীতে আমরা সর্বদাই একক লাইন ম্যানেজমেন্ট এর কথা বলেছি যেখানে আরআরআরসি হবে কর্তৃপক্ষ। আইএসসিজি-এর বিশেষজ্ঞ কাজ করবে আরআরআরসি-এর সরকারি কর্মকর্তাদের সহায়ক হিসেবে। আমরা এখনও বিশ্বাস করি যে, আরআরআরসি এবং ডিসি-কে আইএসিজি এর চেয়ার ও কো-চেয়ারের দায়িত্ব প্রদান করা হোক, কারণ একমাত্র তাদের কাছেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আছে কারা সাড়াদানে কিভাবে জড়িত হতে পারবে। একটি পরিকল্পনা ও মনিটরিং ইউনিট তাদেরকে সহযোগিতা করবে বিশেষ করে চাহিদা নিরূপণের সময়ে। মাঠ পর্যায়ে একটি কোর্ডিনেশন ম্যাকানিজম ও একটি শক্তিশালী তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালু করার জন্য খসড়া স্ট্রিমলাইনিং প্রতিবেদন সুপারিশ করেছে।

৩. **স্থানীয় সংগঠনগুলোর অন্তর্ভুক্তি আরোও জোরদার করতে হবে।** আমরা খসড়া স্ট্রিমলাইন প্রতিবেদনটি সাধুবাদ জানাই যেখানে স্থানীয় এনজিওগুলোকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি সুপারিশ করা হয়েছে এবং এগুলোকে সহজতর ও ত্বরান্বিত করার জন্য ভাষার ব্যবহারের পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র স্থায়ীত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা জন্যই কাজে লাগবে তা নয়, বরং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সকল এপ্রোচের সাথে সম্পর্কিত অ্যাডভোকেসির ক্ষেত্রেও কার্যকর বটে। স্থানীয় এনজিওদের সর্বোত্তম সুবিধার জন্য অন্তত কক্সবাজার স্তরে আইএসসিজি-এর উচিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করা। ২০১৮ সালে সেপ্টেম্বরে গ্রান্ড বার্গেইন ফিল্ড মিশন প্রতিবেদনেও এমন প্রস্তাব করা হয়েছে। আমরা আইএসসিজিতে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার অনুরোধ করছি।

৪. **প্রতিনিধিত্ব নির্বাচন হতে হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।** সিসিএনএফ(www.cxb-cso-ngo-org)- এর নেতৃবৃন্দ ২০১৭ সালের অক্টোবর মাস থেকেই এইওএসওজি (HoSoG) এবং আইএসসিজি (ISCG) তে স্থানীয় এনজিও / স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ত দাবি জানিয়ে আসছে। এমনকি এটি তৎকালীন জরুরি ত্রাণ সমন্বয়কারি (Emergency Relief Coordinator) Mark Loo Coock-কে জানানো হয়েছিলো। গত বছরের ন্যায়, আমরা খসড়া জেআরপির ১৪ নাম্বার পৃষ্ঠায় লেখাটিতে আমরা দেখতে পাই যে, আইএসসিজি এর সিনিয়র কোর্ডিনেটর ((Senior Coordinator of ISCG) এইচওএসওজি (HoSoG) এর মিটিংয়ের চেয়ার ছিলেন যেখানে বাংলাদেশী এনজিও গুলোও অংশগ্রহণ করেছিলো। গত বছরেও আমরা এই বিষয়টি উত্থাপন করেছি যে, আমরা এতদ্বিষয়ে অবগত নই, আমরা মনে করি এইচওএসওজি এবং আইএসসিজি-তে প্রতিনিধিত্ব নির্বাচন অবশ্যই গণতান্ত্রিকভাবে হওয়া উচিত এবং এটা কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছার ভিত্তিতে হওয়া উচিত নয়। আমরা আরোও লক্ষ্য করেছি যে, আইএসসিজি খুব কম ক্ষেত্রেই আইএএসসি (Inter Agency Standing Committee) দ্বারা নির্ধারিত স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিও সংজ্ঞা অনুসরণ করছে, বরং তারা "বাংলাদেশী" শব্দটি ব্যবহার করে। আমরা মনে করি এটি শুধুমাত্র বিভ্রান্তকরই নয়, বরং এইটা স্থানীয় এনজিওগুলোর অংশগ্রহণ এড়িয়ে যাওয়ার একটি প্রারম্ভিক পদক্ষেপ মাত্র। বলার অপেক্ষা রাখে না, এটি স্থানীয়করণ প্রক্রিয়াকে বাঁধাগ্রস্ত করবে।

৫. **লোকালাইজেশন রোডম্যাপকে একটি বিস্মৃত/ মৃত বিষয়ে পরিণত করা যাবে না।** খসড়া সম্পূর্ণ জেআরপি-তে লোকালাইজেন টাস্ক ফোর্স (Localization Task Force) এবং এর প্রতিবেদনের কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। আমরা জানি লোকালাইজেশন রোডম্যাপটি প্রস্তুতকরণে নেতৃত্বে ছিলো ইউএনডিপি (UNDP) এবং আইএফআরসি (IFRC), এবং সেখানে ওক্সফাম, সেফ দ্যা চিল্ড্রেন, ইউকেএইড, ইইউ এবং ইউএনএইচসিআর এর মতো সংস্থা অংশগ্রহণ করেছিলো। ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিপিজে (Center for Peach and Justice) মাঠ পর্যায়ে কাজে করেছে, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ করেছে, এবং পরিশেষে রোহিঙ্গা সাড়াদানে লোকালাইজেশন রোডম্যাপ প্রতিবেদন তৈরি করে। সেগ (SEG) প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে এবং জানায় যে আরোও পরামর্শের দরকার এবং প্রতিবেদনটি এখনও আলোচনার টেবিলে রয়েছে। বর্তমান আইএসসিজি এটাকে যাতে এটাকে কোন মৃত বিষয় হিসেবে বিবেচনা না করে। এটা এখনও প্রাসঙ্গিক এবং এটিই একমাত্র প্রতিবেদন যেখানে সামগ্রিক সামাজিক এপ্রোচ (Whole of Society Approach)- কে সুপারিশ করেছে।

৬. **পরিবেশ সুরক্ষা ও স্থানীয় অর্থনীতিকে বিকাশ করার ক্ষেত্রে তিনটি ক্রস কাটিং বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে।** বেশ কয়েকবার আমরা এই বিষয়গুলো প্রস্তাব করেছি, যেমন (১) **ক্যাম্পের অভ্যন্তরে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা,** যাতে করে সেখানের মাটির উর্বরতা ও ধারণক্ষমতা বজায় থাকে, প্লাস্টিকের পরিবর্তন হিসেবে অনেক ধরনের বিকল্প এক্ষেত্রে বিদ্যমান রয়েছে (২) **জেলার স্থানীয় উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে শুটকি এবং লবণ ক্রয় করা।** আমরা মনে করি যে, এটি বাস্তবায়নের জন্য খুব বেশি কোন বিশাল কর্মযজ্ঞ করা লাগবে। আমরা আশা রাখি আইএসসিজি বিষয়টি বিবেচনায় নিবে। (৩) আমরা একটি পরিকল্পনা তৈরি করার জন্যও অনুরোধ জানাই যেখানে **ভূগর্ভস্ত পানি উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার চেষ্টা থাকবে,** যাতে দুই থেকে তিন বছর পরে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের মাত্রা শূন্যের কোঠায় পৌছায়।

৭. **সরকারের কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সরকারের কাজের মূল্যায়ন করতে হবে।** কক্সবাজার জেলার প্রায় সকল সরকারি জাতি বিনির্মাণতৃপহ প্রতিষ্ঠান এই সাড়াদান কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত আছে। তার উপরে, প্রতিটি ক্যাম্পে আরআরআরসি এবং সিআইসিএস-এর অফিস রয়েছে, ক্যাম্পগুলোতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সাথে সম্পর্কিত এজন্সিগুলোর উপস্থিতি রয়েছে এবং তারা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং কাজ করছে। সরকার ইতোমধ্যে ভাসানচরে আশ্রয় নির্মাণ করতে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করেছে। এটি বিবেচনায় নিতে হবে এবং জেআরপিতে তার উল্লেখ করতে হবে। এটা যোক্তিক যে, আমাদের সরকারকে এই স্বীকৃর্তি দাবি করা উচিত। দাতাদের অবশ্যই আমাদের সরকারের এই মূল্যায়নকে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।

৮. **জেআরপি-কে একটি লাইভ ডকুমেন্ট হতে হবে যাতে ছোট ছোট এনজিওগুলোর উদ্যোগগুলোকে সমন্বয় করা যায়।** দেশের বিভিন্ন অংশে অনেক ছোট ছোট এনজিও রয়েছে, যারা সারা বছর বিভিন্ন ধরেই তহবিল সংগ্রহের জন্য বিদেশী দাতাদের সাথে যোগাযোগ করে ও তহবিল সংগ্রহ করে। সুতরাং আমরা জেআরপিকে একটি লাইভ ডকুমেন্ট হিসেবে তৈরির জন্য দাবি জানাচ্ছি এবং জেআরপিতে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া সহজ ও নমনীয় করারও দাবি জানাচ্ছি। এর ফলে বছরের যে কোনো সময় স্থানীয় এনজিও জেআরপি সমন্বয় প্রক্রিয়ার অংশ হতে পারবে।

৯. **প্রি-ফাব্রিকেটেড বা পুনর্নির্মাণ করা যায় এমন আশ্রয় নির্মাণ করার অনুমতি দিতে হবে এবং বাঁশের ব্যবহার কমাতে হবে।** বর্তমান আশ্রয় বা বাসস্থানগুলোর ধরন ও এদের নির্মাণ উপদান এবং গাদাদাদি অবস্থা/ জনাজীর্ণতা ক্যাম্পগুলোতে বিপদ ডেকে আনার উপাদান হিসেবে কাজ করছে। সাড়াদান কার্যক্রমের শুরু থেকেই সিসিএনএফ শিবিরগুলোতে প্রি-ফাব্রিকেটেড বা পুনর্নির্মাণ করা যায় এমন দুই তলা আশ্রয় বা আবাসন নির্মাণের জন্য দাবি জানিয়ে আসছে। বর্তমানে আবাসন বা আশ্রয় তৈরি করার জন্য ত্রিপল এবং পলিথিন ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত পলিথিন এবং ত্রিপলের ডাম্পিং জমির উর্বরতা পুনরুদ্ধারে বিশাল বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, প্রচুর চারা বাঁশ ব্যবহার করা হচ্ছে যা সাধারণত কক্সবাজার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং এই বাঁশ গাছের সম্ভাব্য বিলুপ্তি নিয়ে আমরা বেশ উদ্বিগ্ন। শিবিরগুলোতে প্রি-ফাব্রিকেটেড বা পুনর্নির্মাণ করা যায় এমন সহজ কংক্রিটের দুইতলা আশ্রয় বা আবাসন নির্মাণের অনুমতি প্রদানের জন্য আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। সরকার এর অনুমোদন প্রদান করলে ক্যাম্পগুলোতে গাদাগাদি অবস্থা হ্রাস পাবে। পাশাপাশি বাঁশের মতে অন্যান্য স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরতা অনেকাংশে কমে আসবে এবং আবাসন এবং আশ্রয় নির্মাণে দাতাদের ক্লান্তিকর প্রচেষ্টা ও প্রতিনিয়ত ব্যয় অনেকটা কমে আসবে ।

১০. **সাড়াদান ব্যবস্থাপনায়, বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে স্থানীয় এনজিওদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।** কম খরচে কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং সামাজিক সংহতি, সম্প্রতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় এনজিওগুলোর অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ত করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। কারণ স্থানীয় এনজিওগুলোর স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোয় থেকে সঠিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করার অধিকতর দক্ষতা রয়েছে। স্থানীয় এনজিও নেতৃবৃন্দ নীতিনির্ধারকদের উদ্দেশ্য করে সর্বোত্তম অ্যাডভোকেসি করতে পারে। যে সকল এনজিও এর উৎপত্তি কক্সবাজার জেলায় এবং যে সকল এনজিওদের নেতৃত্ব কক্সবাজার জেলায় জন্মগ্রহণ করেছে, তাদেরকে আমরা স্থানীয় এনজিও হিসেবে বিবেচনা করি। যে সকল এনজিও ও নেতৃবৃন্দ কক্সবাজার জেলার বাইরে অন্য কোন জেলায় জন্মেছে, কিন্তু বর্তমানে কক্সবাজারের কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদেরকে আমরা জাতীয় এনজিও হিসেবে বিবেচনা করি। যেসকল এনজিও দেশের বাইরে থেকে এসে এখানে কাজ করছে তাদেরকে আমরা আন্তর্জাতিক এনজিও হিসেবে বিবেচনা করি।

আমাদের একটি গবেষণা আছে (জানুয়ারি ২০২০) এবং সেখানে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ অংশীদারিত্ব হলে মূলত জাতিসংঘ,আইএনজিও এবং জাতীয় এনজিওগুলোর মধ্যে, উদাহরণস্বরূপ, ইউএন এবং এনএনজিও (১৬), এবং ইউএন এবং আইএনজিও (৯.৪) । যেখানে ইউএন এবং এলএনজিও (৩.৫), আইএনজিও এবং এলএনজিও (২.৮), এনএনজিও এবং এলএনজিও (০.৪৪)। আমরা মনে করি, অন্তত এক-তৃতীয়াংশ অংশীদারিত্ব স্থানীয় এনজিও (এলএনজিও)-দের সাথে হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে আমরা অন্যান্য এনজিওদের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করছি না। যদিও আমাদের অবস্থান হলো আন্তর্জাতিক এবং ইউএন এজেন্সিগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং, তহবিল আনয়ন এবং কারিগরী ও প্রযুক্তিগত সহযোহিতা প্রদান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সর্বপ্রথম প্রাধ্যান্য পাবে স্থানীয় এনজিওসমূহ এবং তারপরে সুযোগ পাবে জাতীয় এনজিওগুলো। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাগুলোর তুলনায়, কক্সাবাজার জেলায় এনজিও বিকাশের পরিমাণ খুবই কম, যদি আমরা বাংলাদেশ এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো (এনজিওএবি) নিবন্ধিত এনজিও এর সংখ্যার দিকে তাকাই তবে জানতে পারি কক্সাবাজার জেলার মাত্র ৭টি স্থানীয় এনজিও-এর বাংলাদেশ এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো (এনজিওএবি)-এর নিবন্ধন রয়েছে।

আমরা মনে করি কক্সাবাজারের কার্যক্রম পরিচালনাকারী এনজিওগুলো শুধুমাত্র পরিষেবা প্রদানের জন্য নয়, তাদেরকে অবশ্যই গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ে ধারণা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে। খসড়া জেআরপি ২০২২ এর পরিপ্রেক্ষিতে, এটি উল্লেখ করা উচিত যে বর্তমানে কক্সবাজারে প্রায় ৫২টি আন্তর্জাতিক এনজিও কাজ করছে, যেখানে জাতীয় কিংবা স্থানীয় এনজিও সখ্যা ৭৪টি। আমরা মনে করি, আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘের এজেন্সিগুলোর সাথে একসাথে মিশে যাওয়া এখন সেরা সুযোগ যার মাধ্যমে টেকসই এবং জবাবদিহিমূলক সংগঠন উন্নয়ন বিষয়ক শেখার পথ প্রশস্ত হবে।

আমাদের কাছে পর্যাপ্ত গবেষণা নেই, কি পরিমাণ তহবিল স্থানীয় এনজিওগুলো পেয়ে থাকে। হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাডভোকেসি গ্রুপ (Humanitarian Advocacy Group)এবং নিরাপদ (NIRAPAD) এর গবেষণা প্রতিবেদন æWhen the Rubber Hits the Road"-এ বলা হয়েছে তহবিলের মধ্যে মাত্র ৪% পেয়ে থাকে স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিওগুলো। ওডিআই(ODI) কর্তৃক পরিচালিত আরেকটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ২০১৬ এর তুলনায় বর্তমানে জাতীয় এবং স্থানীয় এনজিওগুলোর তহবিল প্রাপ্তির পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান।

১১. **প্রতিশ্রুত ২৫% তহবিলের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।** আসলেই কী তহবিলের ২৫% স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিওদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে দাতা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তাদের তহবিলের অন্তত ২৫% বরাদ্দ যাবে স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিওদের মাধ্যমে। আমরা দাতাদের, জাতিসংঘের এজেন্সিসমূহ এবং আইএনজিওদের কাছে অনুরোধ জানাই, তহবিল বিতরণ এবং বরাদ্দের সময় স্বচ্চতা প্রদর্শন করুণ, আসলেই তা রোহিঙ্গা সাড়াদানে ররাদ্দ/ বিতরণ করা হচ্ছে কিনা। একটি অনানুষ্টানিক প্রতিশ্রুতিও রয়েছে, হোস্ট কমিউনিটির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ২৫% অর্থ ব্যয় করা হবে। আমরা আশা করি যে রোহিঙ্গা সাড়াদানে তহবিল বরাদ্দে সস্বচ্ছতা বজায় থাকবে।

১২. **সম্মুখসারির কর্মীদের জন্য বীমার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং তাদের নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে চিকিৎসা সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।** কোভিড-১৯ এর এর মতো কঠিন সময়েও সম্মখসারির কর্মীরা শরণার্থী শিবিরে সাহসের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো যখন কোন কর্মী করোনার আক্রান্ত হয়েছে, খুব অল্প সংখ্যক সংগঠন তাদের কর্মীদের সহযোগিতা করেছে। আমরা এজেন্সিগুলোর কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, কোন কর্মী কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হলে তাদের পাশে অবশ্যই দাড়াতে হবে, বিশেষ করে সম্মখসারির কর্মীদের জন্য অবশ্যই বীমার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. **নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।** নিরাপত্তার বিষয়টি স্থানীয় এবং শরণার্থীদের মধ্যে বিরাজমান একটি উদ্বেগের বিষয়। যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা কক্সবাজার জেলার উন্নয়নকে ব্যাহত করতে পারে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে বিশেষ নজর দিয়েছেন। ইতোমধ্যে প্রায় ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনোয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রায় ৭০টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। সামাজিক সংহতি ও নিরপত্তা নিশ্চিত করতে সচেতনা বৃদ্ধি করতে হবে, এবং এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার, রোহিঙ্গা শরণার্থী নেতা ও সরকারি প্রতিনিধিদের নেটওয়ার্ক থাকা উচিত।

১৪. **দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে তহবিল ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখতে পাবলিক মনিটরিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।** ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত রোহিঙ্গা সাড়াদানে তহবিল সংক্রান্ত একটি সমীক্ষা আমাদের কাছে আছে। যেখানে দেখা যায়, যেখানে প্রতিটি রোহিঙ্গা পরিবারের জন্য সাহায্য এসেছে ৪২৮ মার্কিন ডলার, এবং প্রতি রোহিঙ্গা শরণার্থীর জন্য প্রতি মাসে সাহায্য এসেছে ১০১ মার্কিন ডলার। পূর্বে উল্লেখিত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থায়নের বেশিরভাগ অর্থ অর্থাৎ ৭০% তহবিল জাতিসংঘের এজেন্সিগুলোর মাধ্যমে আসছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, দক্ষভাবে খরচ করার জন্য পদক্ষেপ থাকা প্রয়োজন (উদাহরণস্বরূপ, কম বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিকতর দক্ষতা ও কার্যকারিতা)। আমারা অবগত নই, বিভিন্ন এজেন্সিগুলোর ব্যবস্থাপনা ও লজিস্টিকাল খরচ কেমন হচ্ছে। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না, আইএনজিও এবং জাতিসঙ্ঘের এজেন্সিগুলোর ব্যবস্থাপনা ব্যয় তুলনামূলক বেশি। গ্রান্ড বার্গেইন প্রতিশ্রুতিতে বলা আছে যে, জাতিসংঘের এজেন্সিগুলোকে একটি একক/কমন লজিস্টিটিক ইউনিট ব্যবহার করা উচিত। আমার বিদেশী বিশেষজ্ঞদের জড়িত থাকা বা সম্পৃক্ত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করি না, তবে এটা অবশ্যই হতে হবে চাহিদার ভিত্তিকে (Demand Driven), সরবরাহের ভিত্তিতে (Supply Driven) হওয়া উচিত নয়। কারিগরী জ্ঞান স্থানীয়দের মাঝে হস্তান্তরের জন্য একটি পরিকল্পিত এপ্রোচ থাকা উচিত।